মেহেরপুরে নতুন কুঁড়ি স্পোর্টস’র উদ্বোধন

শিশু-কিশোরদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশের লক্ষ্যে প্রতিভা অন্বেষণ কর্মসূচি ‘নতুন কুঁড়ি স্পোর্টস’র সারা দেশের ন্যায় মেহেরপুরেও উদ্বোধন করা হয়েছে।

“ক্রীড়া হলে পেশা, পরিবার পাবে ভরসা” এই স্লোগানকে সামনে রেখে শনিবার বিকেলে মেহেরপুর জেলা স্টেডিয়ামে ভার্চুয়ালি এ কর্মসূচির উদ্বোধন ঘোষণা করেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান।

এ সময় মেহেরপুরে বেলুন উড়িয়ে কর্মসূচির উদ্বোধন করেন মেহেরপুর-১ আসনের সংসদ সদস্য তাজ উদ্দীন খান, পুলিশ সুপার উজ্জ্বল কুমার রায়, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) তরিকুল ইসলাম, জেলা বিএনপির সভাপতি ও জেলা পরিষদের প্রশাসক জাবেদ মাসুদ মিল্টন, সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মোঃ খায়রুল ইসলাম, জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান এবং পৌর বিএনপির সাবেক সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাসসহ অন্যান্যরা।

সারা দেশের মতো মেহেরপুরেও এই কর্মসূচির মাধ্যমে শিশু-কিশোরদের মধ্য থেকে প্রতিভা অন্বেষণের কার্যক্রম শুরু হলো। আশির দশকের জনপ্রিয় প্রতিভা অন্বেষণ কর্মসূচি ‘নতুন কুঁড়ি’র ধারাবাহিকতায় এবার ইউনিয়ন ও সিটি করপোরেশনের ওয়ার্ড পর্যায় থেকে এ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

১২ থেকে ১৪ বছর বয়সী শিশু-কিশোরদের সুপ্ত ক্রীড়া প্রতিভা খুঁজে বের করা, বাছাই করা এবং রাষ্ট্রীয়ভাবে তাদের প্রতিভা বিকাশের সুযোগ সৃষ্টি করাই এ কর্মসূচির মূল লক্ষ্য।

নতুন কুঁড়ি জয় করেছেন

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

তিনি জানান, তরিতা প্রথমে রবীন্দ্র মৈত্রী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছড়া গানের প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে ১ম স্থান অর্জন করে। ২০২৪ সালে শিল্পকলা একাডেমি থেকে লোকগানে ‘জপলা’তে অংশ নিয়ে ১ম হয়েছিল। তবে জাতীয় পর্যায়ের প্রতিযোগিতা এখনও শেষ হয়নি। ২০২৪ সালের জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা পদক প্রতিযোগিতায় লোকগানে জেলা পর্যায়ে ২য় স্থান এবং নৃত্যে ১ম স্থান অর্জন করে। এছাড়া চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় উপজেলা পর্যায়ে একাধিকবার ১ম স্থান অর্জন করেছে।

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রাধা রানী বলেন, তরিতার এ অর্জনে আমরা অত্যন্ত খুশি। আমি চাই তাকে দেখে আমাদের বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা অনুপ্রাণিত হোক এবং জীবনে এ ধরনের প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে জয়লাভ করুক।

গানের শিক্ষক খাজা সামাদ উল্লাহ্ (টুটুল) বলেন, এই আনন্দ ভাষায় প্রকাশ করার মতো নয়। সবচেয়ে ভালো লাগছে, সারা বাংলাদেশের এত সংগীত একাডেমি ও শিক্ষক থাকা সত্ত্বেও কোটচাঁদপুরের মিতালী সংগীত একাডেমি থেকে শেখ রোদসী রায়ানা (তরিতা) দেশের মধ্যে তৃতীয় হয়েছে এটা আমাদের জন্য গর্বের বিষয়। আমি চাই, তরিতা এই অর্জনকে প্রেরণা হিসেবে নিয়ে জীবনে আরও দূর এগিয়ে যাক।

নতুন কুড়িতে বিভাগীয় পর্যায়ে সেরা পাঁচে কোটচাঁদপুরের তরিতা

বাংলাদেশ টেলিভিশনের জনপ্রিয় অনুষ্ঠান ‘নতুন কুড়ি’ গানের প্রতিযোগিতায় বিভাগীয় পর্যায়ে সেরা পাঁচে জায়গা করে নিয়েছেন কোটচাঁদপুরের শেখ রোদসী রায়ানা (তরিতা)। এখন সেরা দশের স্বপ্ন সফল করার পথে হাঁটছেন তিনি। সবার কাছে দোয়া প্রার্থনা করেছেন এই প্রতিশ্রুতিশীল ছাত্রী।

জানা গেছে, বাংলাদেশ টেলিভিশনের সবচেয়ে জনপ্রিয় শিশু প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠান ‘নতুন কুড়ি’ দীর্ঘদিন পর আবারও শুরু

হয়েছে। ওই অনুষ্ঠানে নৃত্য, লোকসংগীত ও আধুনিক গানের প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছেন শেখ রোদসী রায়ানা (তরিতা)।

তিনি কোটচাঁদপুর বালিকা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণির ছাত্রী। তরিতা ওই বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক বাবুল আক্তার (টোকন) ও গৃহিণী নুসরাত জাহান রিনির মেয়ে।

তরিতা তিনটি ইভেন্টে অংশগ্রহণ করে খুলনা বিভাগের প্রাথমিক বাছাইয়ে সেরা পাঁচজনের একজন নির্বাচিত হয়েছেন। এখন তিনি সেরা দশে জায়গা করে নেওয়ার লক্ষ্যে এগিয়ে যাচ্ছেন, যেখানে দেশের আট বিভাগের ৪০ জন প্রতিযোগী অংশ নেবেন।

বাবুল আক্তার (টোকন) বলেন, ছোটবেলা থেকেই তরিতা সাংস্কৃতিক মনোভাবাপন্ন। সে কারণে আমরা শুরু থেকেই তাকে সাপোর্ট দিয়েছি। তার প্রথম হাতে খড়ি কোটচাঁদপুর মিতালী সংগীত একাডেমিতে। সেখানে তিন-চার বছর বয়স থেকেই সে গান শেখে। তার প্রথম সংগীতগুরু খাজা সামাদ উল্লাহ্ টুটুল।

তিনি আরও বলেন, তরিতা রবীন্দ্র মৈত্রী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছড়া গানের প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে প্রথম স্থান অর্জন করে। ২০২৪ সালে শিল্পকলা একাডেমির আয়োজনে লোকগানে ঝিনাইদহ জেলায় প্রথম হয়েছিল। তবে জাতীয় পর্যায়ের প্রতিযোগিতা এখনো শেষ হয়নি। এছাড়া ২০২৪ সালের জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা পদক প্রতিযোগিতায় লোকগানে জেলা পর্যায়ে দ্বিতীয় স্থান এবং নৃত্যে প্রথম স্থান লাভ করে। চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায়ও উপজেলা পর্যায়ে একাধিকবার প্রথম হয়েছে।

তিনি বলেন, এই প্রথম বাংলাদেশ টেলিভিশনের জনপ্রিয় অনুষ্ঠান “নতুন কুড়ি” তে বিভাগীয় পর্যায়ে সেরা পাঁচের মধ্যে জায়গা করে নিয়েছে আমার মেয়ে। এখন তার স্বপ্ন সেরা দশে জায়গা করে নেওয়া। তরিতার জন্য সবাই দোয়া করবেন।

এদিকে তরিতার এ অর্জনে অভিনন্দন জানিয়েছেন কোটচাঁদপুর মিতালী সাহিত্য সংসদের প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক, কবি-সাহিত্যিক ও কৌতুক অভিনেতা মিতুল সাইফ।

তিনি বলেন, আগামীর প্রজন্মের মধ্যে অসীম সম্ভাবনা লুকিয়ে আছে। হাটি হাটি পা পা করে তরিতা আজ যে অবস্থানে পৌঁছেছে, তা অত্যন্ত গর্বের বিষয়। তার আগামীর পথচলায় আরও সাফল্য কামনা করছি।